সমকাল

তারিখ ... 23 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

অ্যাকশনএইডের গবেষণা

মেডিকেল শিক্ষায় পাঠ্যক্রমে প্রতিবন্ধীরা বঞ্চিত

■ সমকাল প্রতিবেদক

দেশের মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসাসেবা দেওয়ার বিষয়ে কোনো পাঠ্যক্রম নেই। এ কারণে মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৫ ভাগ প্রতিবন্ধী চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত। একই সূত্রে প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষায় ২০১৩ সালে আইন হলেও তা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়নি। তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষার বিষয়টি কার্যত আটকে আছে।

বেসরকারি সংস্থা অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ পরিচালিত 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য অধিকার সুরক্ষা : রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধতা' শীর্ষক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এলজিইডি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়।

অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এম হাফিজ উদ্দিন খান, ডিজ্যাবিলিটি কাউন্সিল ইন্টারন্যাশনারের নির্বাহী সদস্য মনসুর আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ।

এ সময় গবেষণার ফল তুলে ধরেন গবেষক জুলিয়ান হেনরি ফ্রান্সিস। তিনি বলেন, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের অন্য অসুস্থ মানুষের কাতারে ফেলে দেওয়া হয়। এর মূল কারণ সচেতনতার অভাব। শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম মানুষগুলো সরকারি-বেসরকারি পর্যায় থেকে কোনো রকম সহযোগিতা না পাওয়ায় চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করেন।

গবেষণায় দেখা গেছে, সরকার, দাতা সংস্থা, এনজিও এমনকি সুশীল সমাজের কাছেও প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন ও সেবা অগ্রাধিকার পায়নি। গবেষণায় সরকারি-বেসরকারি পর্যায় থেকে সমন্বিত উদ্যোগ, প্রতিবন্ধীবান্ধব আইনের বাস্তবায়ন, চিকিৎসাসেবা সম্প্রসারণ, চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধীদের নিয়ে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি বাজেটে বরাদ্দ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে কয়েকজন প্রতিবন্ধী চিকিৎসাসেবাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। নাজমা বেগম পপি বলেন, প্রতিবন্ধীদের জন্য চালু করা ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টারগুলোতে তারা সেবা পান না। সেখানে দক্ষ লোকবলের অভাব রয়েছে। রিফাত পাশা বলেন, সরকারি-বেসরকারি কোনো হাসপাতালেই প্রতিবন্ধীবান্ধব টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। এম হাফিজ উদ্দিন খান বলেন, প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আইন প্রণয়নকারীদের সচেতনতার অভাবে তারা বিষয়টি ভালোভাবে বোঝেন না বা উপলব্ধি করেন না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। প্রায় এক কোটি ৬০ লাখ প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সরকারকে পৃথক বিভাগ করার পরামর্শ দেন তিনি।

মনসুর আহমেদ চৌধুরী বলেন, প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা আইন বিধি আকারে জারি না হওয়ায় প্রতিবন্ধীরা রাষ্ট্রের কাছে কিছু চাইতে পারছেন না। এতে একটি বিশাল জনগোষ্ঠী চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নানা মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ফারাহ কবির বলেন, মেডিকেল শিক্ষায় প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা দেওয়ার বিষয়টি যুক্ত করতে হবে। প্রতিবন্ধীদের বাদ দিয়ে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।